নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সংক্রান্ত পলিসি ব্রিফ

এডিপি বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য: এসডিজি -৬ অর্জনে একটি বাধা

মে ২০২২

হোসেন জিল্লুর রহমান
মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ

PPRC
Power and Participation Research Centre

WaterAid

ওয়াশ: অসম অগ্রগতিই যেখানে বড় চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে (জেএমপি তথ্য)। তবে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত নিরাপদ পানীয় জল এবং নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (সেইফলি ম্যানেজড) স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিতে কম মনোযোগ পাওয়া ইস্যুগুলোতে অধিক গুরুত্বারোপের বিষয়গুলো অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। বাংলাদেশ এসডিজির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং সক্রিয়ভাবে এসডিজি'র ১৭ অভিষ্ঠের আওতায় নির্ধারিত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩৯+১টি জাতীয় অগ্রাধিকার (এনপিআই) হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

৬ নং অভীষ্টের আওতায় সকলের জন্য পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে ২টি সুনির্দিষ্ট জাতীয় অগ্রাধিকার (এনপিআই) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এসডিজি ওয়ার্কিং কমিটি নিরাপদ পানীয় জল, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে এসডিজিকে সম্পৃক্ত করেছে এবং ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরের আগেই নেতৃত্বদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বাছাই করে দিয়েছে। তবে কোভিড

অতিমারি অগ্রগতির ধারবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে কিছু বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথযথ প্রকল্প বাছাই এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে মনোযোগ হারায়।

এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য হাতে আর মাত্র ৮ বছর সময় থাকলেও ওয়াশ সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলোর অগ্রগতি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক, এনপিআই ১৭ (এসডিজি সূচক ৬.১.১) অনুযায়ী নিরাপদ খাবার পানির ক্ষেত্রে ১০০ ভাগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০২১ সাল পর্যন্ত জাতীয় অর্জন মাত্র **৫৯%** (জেএমপি, ২০২১)।

অন্যদিকে, স্যানিটেশন উপ-খাতেও অগ্রগতির বিষয়টি উদ্বেগজনক। এমডিজি সময়কালে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ নির্মুলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় অগ্রাধিকার সূচক, এনপিআই ১৮ অনুযায়ী শতভাগ মানুষের জন্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (সেইফলি ম্যানেজড) স্যানিটেশন সেবার (এসডিজি সুচক ৬.২.১) যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সেখানে ২০২১ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি মাত্র **৩৯%**, এর মধ্যে গ্রামে ৪২% এবং শহরে ৩৪% (জেএমপি, ২০২১)।

স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিনের অন্যান্য মৌলিক নির্দেশকের অগ্রগতি মাত্র ৫৮% এবং 'সাবান অথবা পানি ছাড়া' নির্দেশকের জাতীয় অগ্রগতি মাত্র ৩৬% (জেএমপি, ২০২১)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নিচের দিক থেকে দ্বিতীয়। অগ্রগতির এই মাত্রা বলে দেয় যে, বাংলাদেশকে পানি, নিরাপদ স্যানিটেশন এবং হাইজিনের ক্ষেত্রে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও অনেক পথ পারি দিতে হবে।

এই পলিসি ব্রিফে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসডিজি-৬ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে বিভিন্ন ঘাটতি এবং চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন করতে ওয়াশ খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের বাজেট প্রবণতাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

ওয়াশ বিষয়ে বাজেট বিশ্লেষন (ট্র্যাকিং) থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

১. ওয়াশ খাতে এডিপি বাজেট বরাদ্দের প্রবণতা:

সামগ্রিকভাবে ওয়াশ খাতে বাজেট বরাদ্দের উর্ধ্বমুখী ধারা (চিত্র-১) বজায় রয়েছে। তবে মোট বাজেট বরাদ্দের অনুপাতে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট এডিপির (২,৬৬,৭৯৩ কোটি টাকা) মাত্র ৫.৪৪% বরাদ্দ (১৪,৫১৮ কোটি টাকা) ছিল ওয়াশ খাতে।

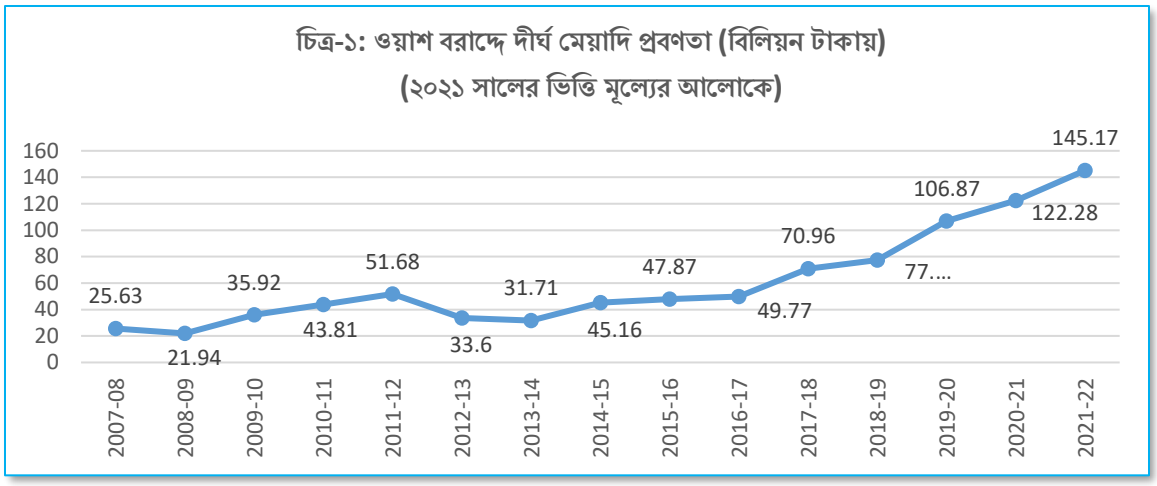

২. আঞ্চলিক বরাদ্দে বৈষম্য:

ওয়াশ বরাদ্দের আঞ্চলিক বিভাজিত তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায়, বরাদ্দ বন্টনে বৈষম্যের দীর্ঘ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের মাত্র ২০% ছিল গ্রামীণ এলাকার জন্য (চিত্র -২)। বছরের পর বছর বিষয়টি ক্রমাগত উত্থাপিত হলেও কোনো পরিবর্তন আসেনি।

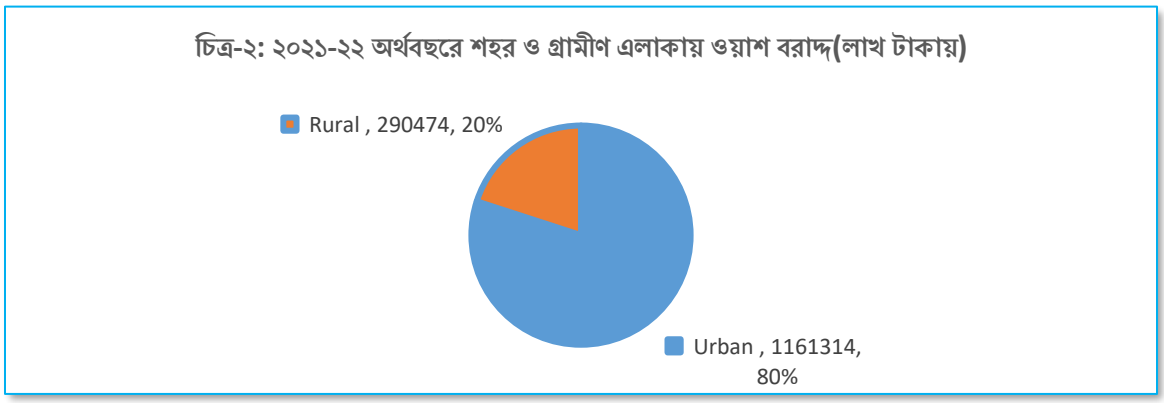

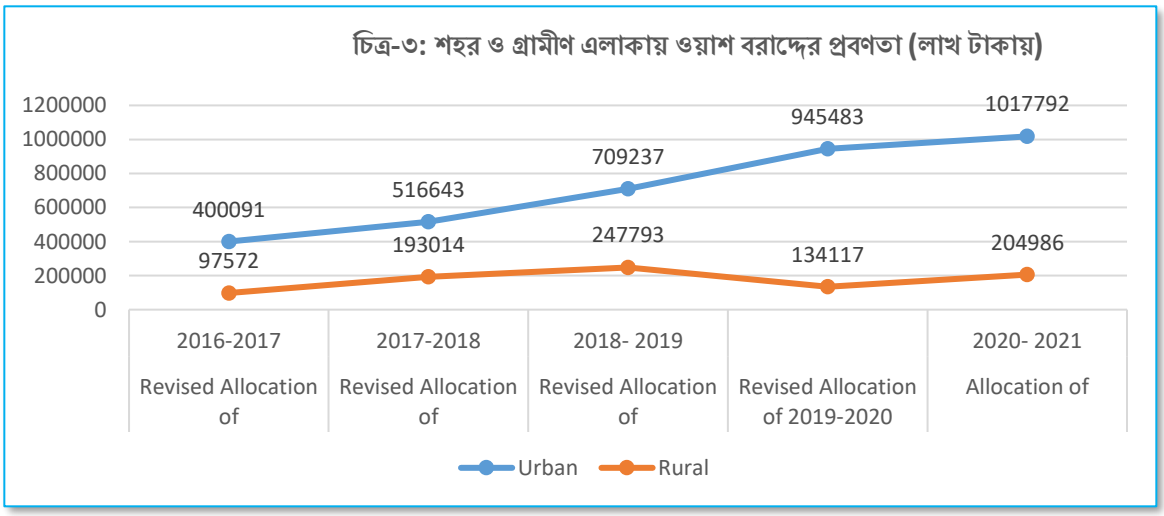

৩. দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় (হার্ড-টু-রিচ) বাজেট বরাদ্দের নিম্নমুখী প্রবণতা:

চিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে, শুধুমাত্র ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড অতিমারির সময়ে ওয়াশখাতে অস্বাভাবিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ছাড়া দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় (হার্ড-টু-রিচ) ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের নিম্নমুখী ধারা অব্যবহত রয়েছে। ব্যতিক্রম এই বৃদ্ধিকে অতিমারির কারণে স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিনের ওপর গুরত্ব দেওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদিও এ সময়কালে বরাদ্দের চেয়ে ব্যয় ১৬% কম হয়েছে। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় ২০২১-২২ অর্থবছরে দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকার জন্য ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ব্যপকভাবে কমে যায়, যা ৫ বছর আগের (২০১৬-১৭) বরাদ্দের থেকেও ৭২ শতাংশ কম।

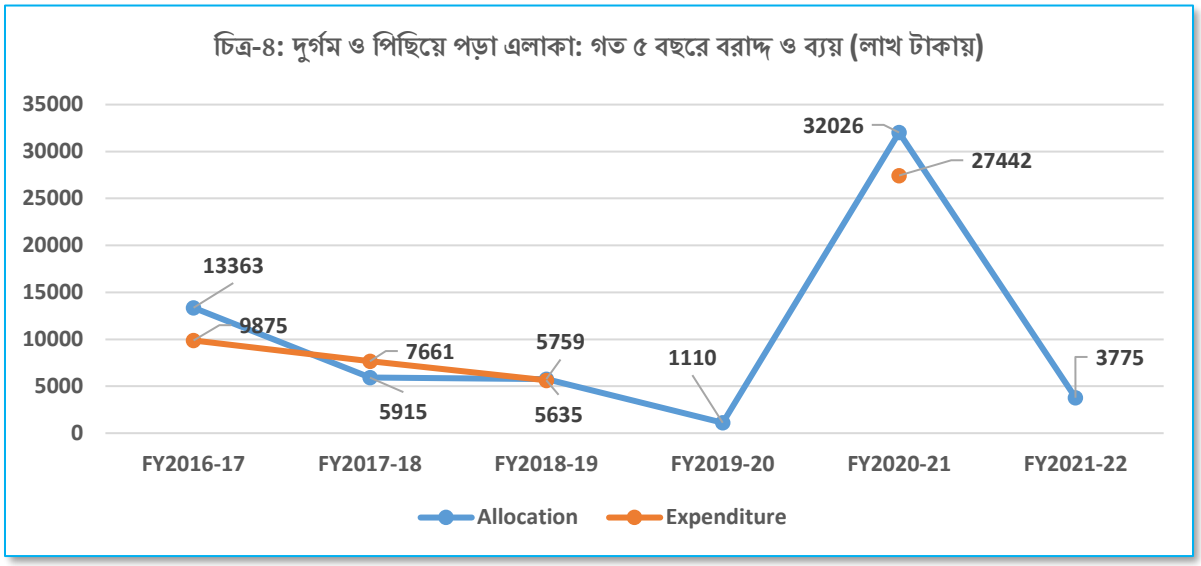

চিত্র-৫ এ দেখানো হয়েছে যে, ২০২১-২২ অর্থবছরে রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরসহ দুর্গম ও পিছিয়ে পড়া এলাকায় মোট এডিপির মাত্র ৩ শতাংশ (৩,৭৭৫ কোটি) মতো বরাদ্দ ছিল ওয়াশ খাতে। এ ধরণের নিম্ন মাত্রার বরাদ্দ এসডিজি-৬ অর্জন এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্তিমূলক নীতি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

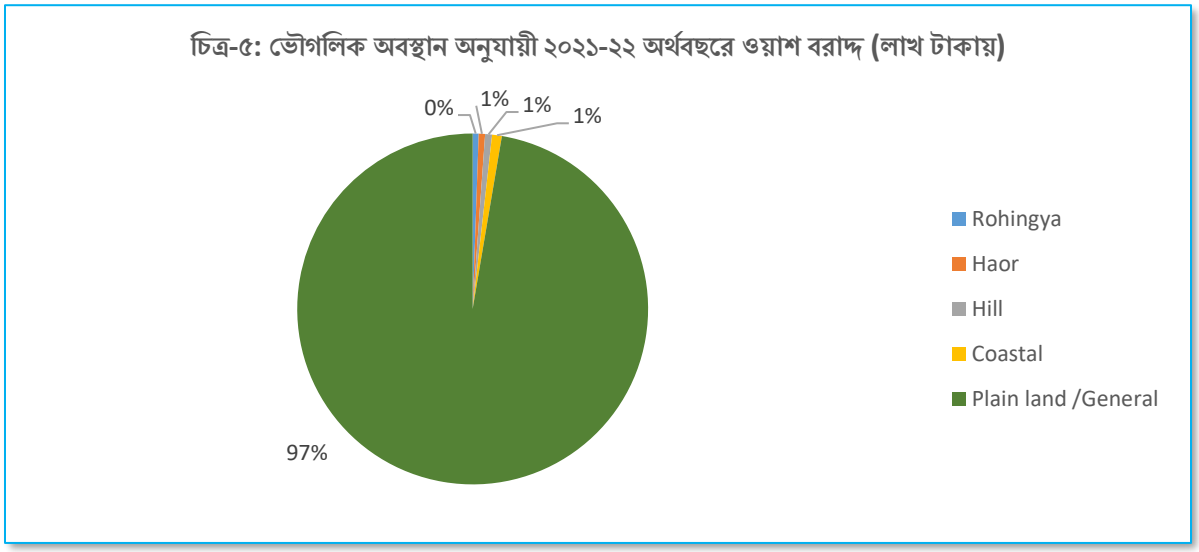

৪. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক গ্রামীণ এলাকায় ওয়াশ বাজেট বরাদ্দের উর্ধমূখী ধারা:

গ্রামীণ এলাকা এবং মাঝারী (সেকেন্ডারি) শহরের ওয়াশ সংক্রান্ত দায়িত্ব হচ্ছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের। চলমান অ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের ফলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এডিপি বরাদ্দে উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্বারোপের মাধ্যমে ডিপিএইচইকে আরো শক্তিশালী করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির ওয়াশ সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। চিত্র-৬ এ বিগত বছরগুলোতে ডিপিএইচই কর্তৃক ওয়াশ খাতে বরাদ্দের উর্ধ্বমুখী ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

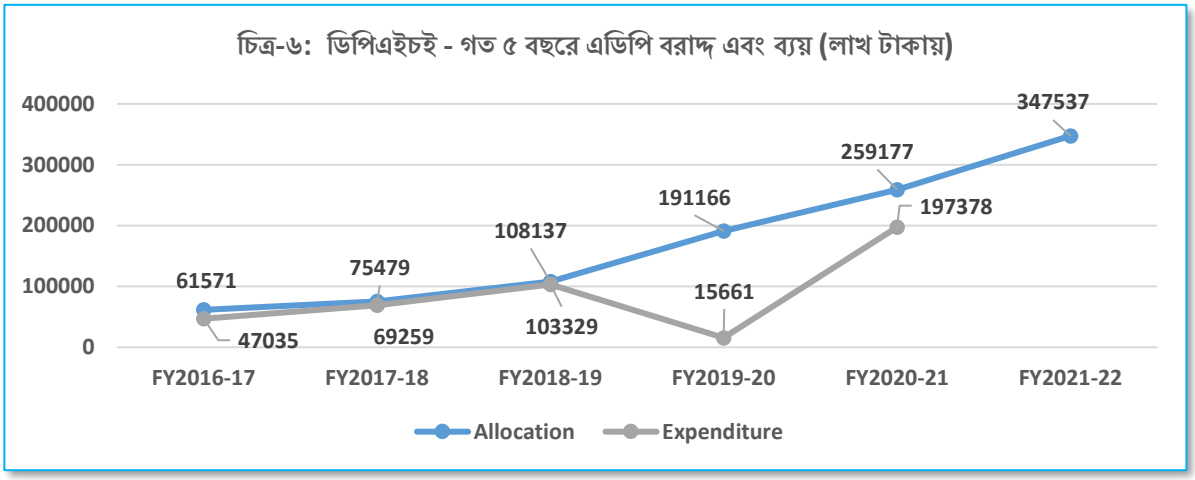

৫. উপ-খাত ভিত্তিক ওয়াশ বরাদ্দে ভারসাম্যহীনতা:

বিভাজিত তথ্যে দেখা যায়, বরাবরের মতো ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়াশ-এর পানি উপ-খাতে সবচেয়ে বেশি অংকের বরাদ্দ ছিল (চিত্র-৭)। সক্ষমতার উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে এডিপি বরাদ্দ ২০২০-২১ অর্থবছরে তুলনামূলক বেশি ছিল এবং তা কোভিড-১৯ সংকটের কারণে হতে পারে, কেননা স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চা নিশ্চিত করতে সক্ষমতা উন্নয়ন এবং আচরণগত পরিবর্তন সংক্রান্ত যোগাযোগ বাড়াতে বেশ কিছু সংস্থার সহায়তার দরকার ছিল। এছাড়াও দেশের জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে পরিবেশগত এবং ঝুঁকি মোকাবেলার সফল প্রকল্প বাস্তবায়ন দরকার। তথাপি আগের বছরের মতো (চিত্র-৮) ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্যবিধি উপখাতকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যদিও সচেতনতা বাড়ানোর বরাদ্দ এই উপ-খাতের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

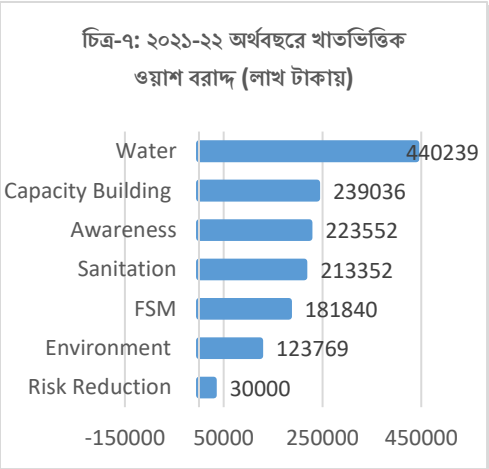

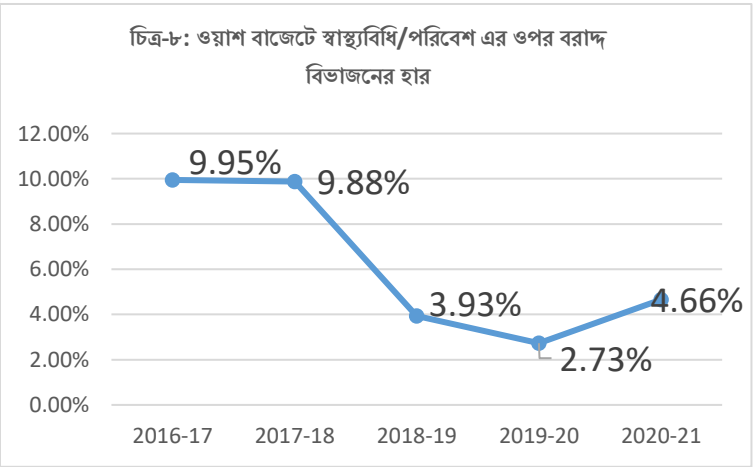

৬. ওয়াসা আগের মতোই সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে:

চিত্র-৯ তে দেখানো হয়েছে ওয়াসাসমূহে (শুধু চার প্রধান নগরে) সবচেয়ে বেশি এডিপি বরাদ্দের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কোভিড সংকটের নিরসনে এ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি এবং সচেতনতামূলক কর্মকান্ডে ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে উল্লেখযোগ্য অংকের বরাদ্দ ছিল। যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, ওয়াশকেন্দ্রিক সচেতনতা বাড়ানোর দায়িত্ব কি শুধু স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তায় না কি

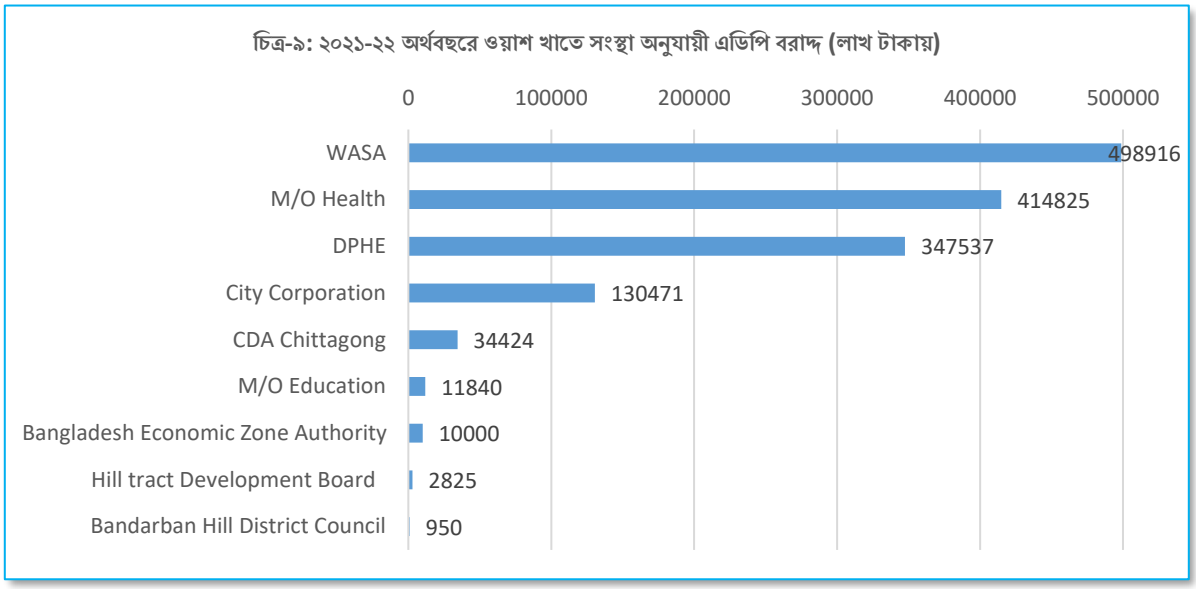

৭. সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ঢাকা ওয়াসায়:

চিত্র - ১০ এ দেখানো হয়েছে যে, চারটি ওয়াসার মধ্যে ঢাকা ওয়াসা বরাবরের মতো সবচেয়ে বেশি (চারটি ওয়াসায় মোট বরাদ্দের ৬১%) বরাদ্দ পেয়েছে। খুলনা ওয়াসা আগের মতোই সবচেয়ে কম বরাদ্দ পেয়েছে, যা মাত্র ৩%।

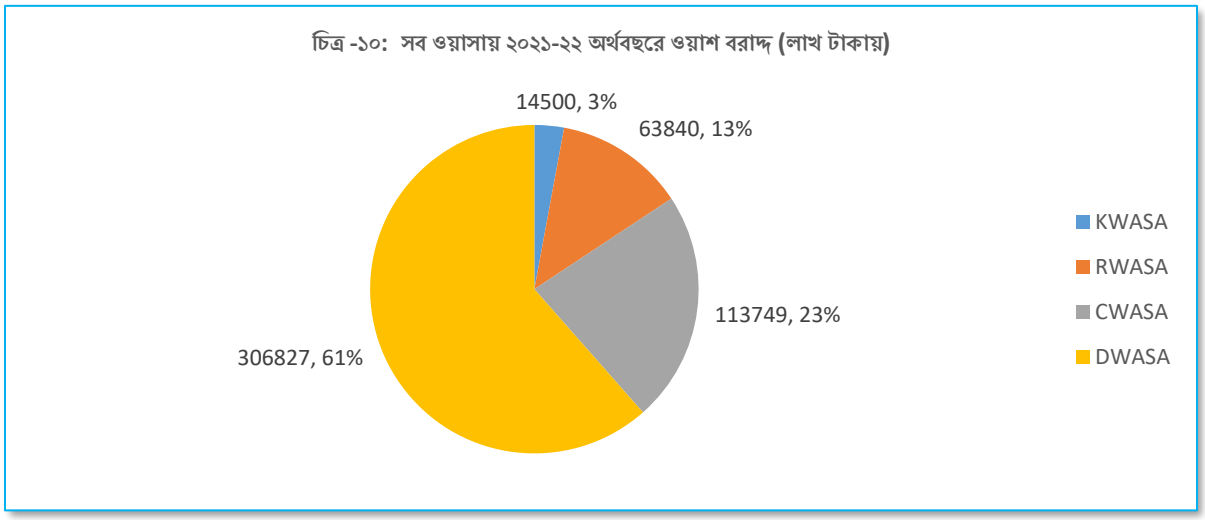

চিত্র-১১ তে চারটি ওয়াসায় বরাদ্দের চিত্র দেখানো হয়েছে। বড় প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে দেরির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ঢাকা ওয়াসার এডিপি বরাদ্দে বড় ধরণের উল্লম্ফন ঘটেছে। চট্টগ্রাম ওয়াসায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ কমে গেছে যদও রাজশাহী ওয়াসায় বরাদ্দ বেড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এবং জলবায়ু পরিবর্তনপ্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা খুলনা ওয়াসায় গত কয়েক বছরের মতো খুব সামান্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

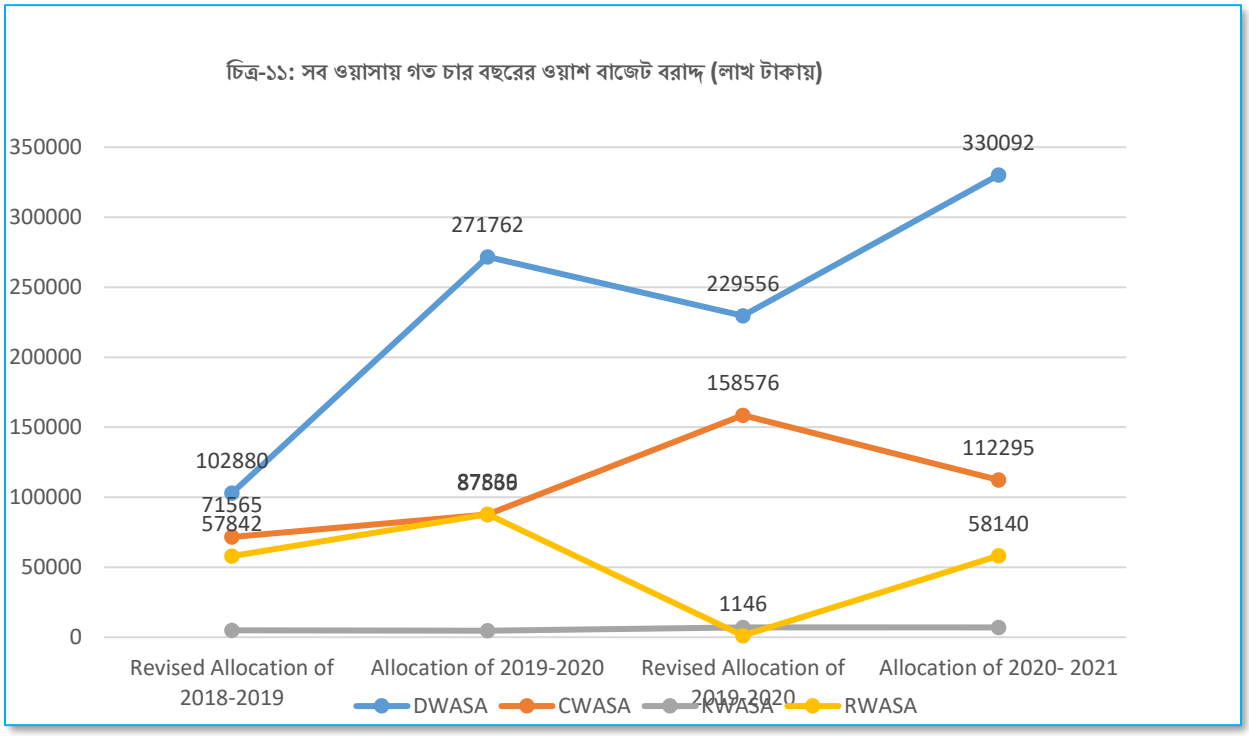

চিত্র-১২ তে কর্মক্ষমতা উন্নয়ন পরিস্থিতির বিষয়টি লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। ঢাকা ওয়াসা প্রতি বছর সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেলেও সম্পুর্ণ বাজেট বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। কাজেই কর্মক্ষমতা উন্নয়নে যথাযথ মনোযোগ দরকার।

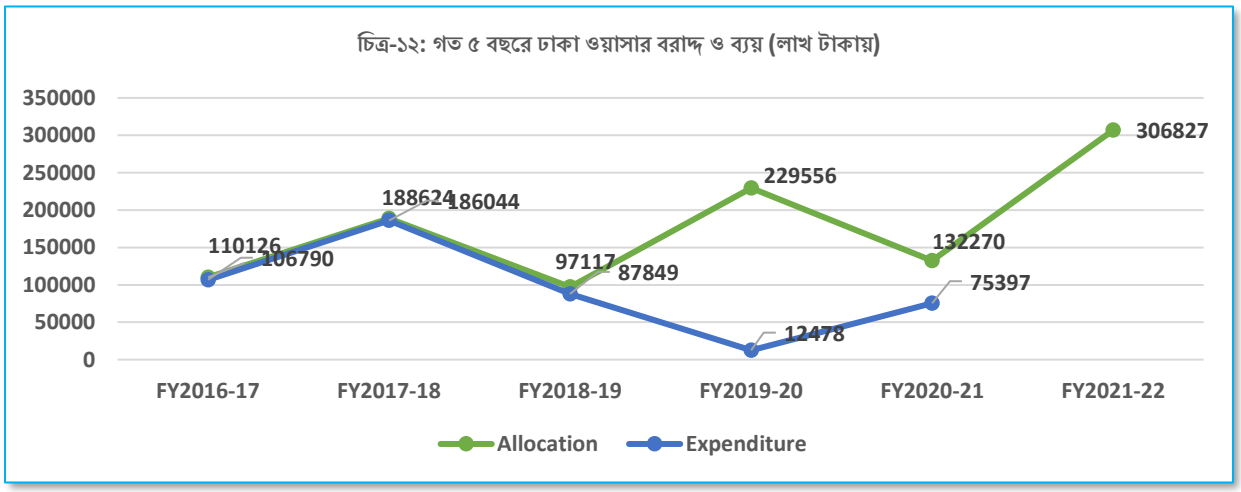

৮. জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব:

পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে নেওয়া প্রকল্পগুলোতে কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে বাজেট বরাদ্দের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। তবে ব্যয়ের প্রবণতা হিসেবে নিলে বাস্তবায়ন সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ রয়ে গেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ব্যয়ের উপাত্ত পরে পাওয়া যাবে এবং পাওয়ার পর বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে।

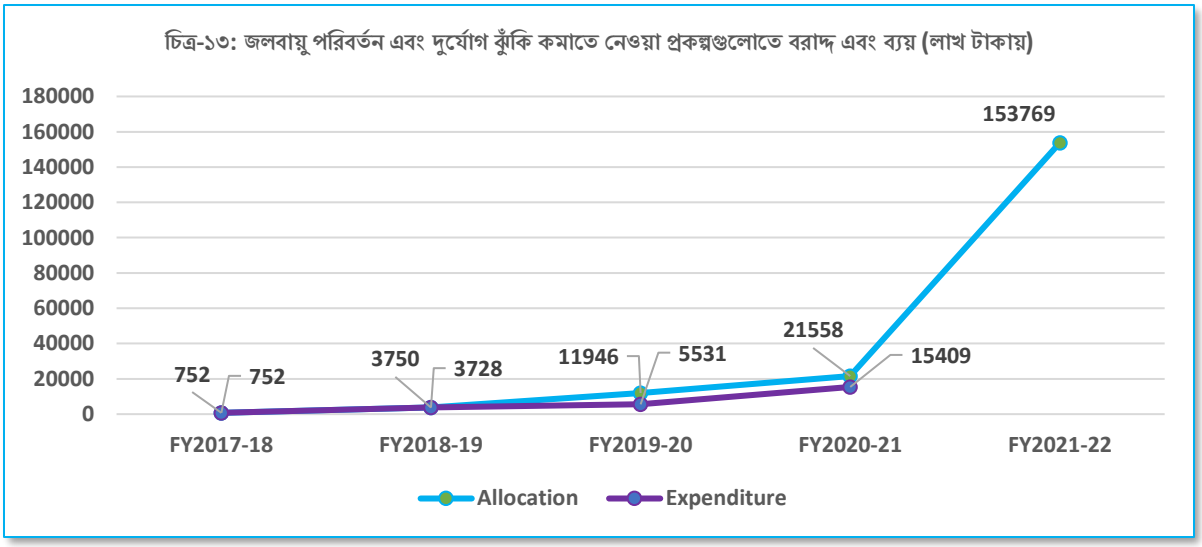

৯. এডিপিতে ওয়াশ বরাদ্দের অংশ:

পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট এডিপির (২,৬৬,৭৯৩ কোটি টাকা) মধ্যে ওয়াশ খাতে (১৪,৫১৭ কোটি টাকা) ৫.৪৪% বরাদ্দ ছিল। বিভিন্ন গ্রাফে উপস্থাপিত থেকে এটা প্রতিয়মান যে, এডিপির প্রকল্প নির্বাচনে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সরকারের প্রশংসনীয় নীতি ও পরিকল্পনাগুলো যথাযথ অনুসরণ করা হচ্ছে না এবং কাজেও প্রতিফলিত হচ্ছে না।

সুপারিশ

১. এমডিজি সময়কালে বাংলাদেশের অর্জন ছিল উল্লেখযোগ্য এবং গড় অর্জনের চেয়ে বেশি। তবে এসডিজি সময়কালে নিরাপদ পানি এবং নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত (সেইফলি ম্যানেজড) স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের থেকে পিছনে থাকায় ঝুঁকিতে (অফ-ট্র্যাক) রয়েছে। এসডিজি ৬.১.১ এবং এসডিজি ৬.২.১ কে সময়মতো অর্জনের পথে (অন-ট্রাক) ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার বাস্তবায়ন মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং কার্যকর এডিপি প্রকল্প বাছাইয়ে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

২. বাজেটে ওয়াশখাতে ধারাবাহিক বরাদ্দ বৃদ্ধি সত্ত্বেও এবং বরাদ্দের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতায় ঘাটতির কারণে সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি পরিপালনে ধারবাহিকভাবে রক্ষা করতে পারছে না, যা সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন প্রতিশ্রুতির কেন্দ্রবিন্দু। স্বল্প মেয়াদে দুর্গম ও পিছিয়ে থাকা এলাকায় বরাদ্দ বাড়ানোর অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। মধ্য মেয়াদে শহরগুলোর মধ্যে বরাদ্দ বৈষম্য কমাতে বিশেষতঃ চারটি ওয়াসার মধ্যে বৈষম্য কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

৩. ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে ঢাকা ওয়াসার প্রাধান্য এবং এর বিপরীতে প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্ন সক্ষমতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং খরচ বেড়ে যাওয়ার বিষয়গুলো স্পষ্ট। ওয়াশ এডিপি বরাদ্দের অধিকতর ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সুশাসনের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হবে।

৪. অতিমারির কারণে সরকারের নীতি এবং বাজেট বরাদ্দে স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিন সাময়িকভাবে বেশ গুরুত্ব পেলেও ইতিমধ্যে এটি নীতি মনোযোগ হারাচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিন এজেন্ডা শুধু অতিমারি নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, অতিমারি পরবর্তী নগর স্বাস্থ্য, স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য এবং নারীর স্বাস্থ্যের বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাস্থ্যবিধি বা হাইজিন এজেন্ডার দিকে নতুন করে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫. ওয়াশ এডিপি বরাদ্দে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু হয়েছে। এই ইতিবাচক প্রবণতা উদীয়মান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। এসব নতুন ও উদীয়মান জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সুনির্দিষ্ট ওয়াশ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশেষায়িত ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

৬. এসডিজি সময়কালে ওয়াশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এফএসএম বা পয়ঃবর্জ ব্যবস্থাপনায় এডিপিতে বরাদ্দ প্রয়োজন। এ ধরণের বরাদ্দ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি করোনা প্রভাব মোকাবেলায় বাড়ানো প্রয়োজন। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে হাইজিনের জন্য কোনো বরাদ্দ না থাকা ভাল লক্ষণ নয়। সুতরাং, আগামী বাজেটে হাইজিন এবং শহর ও নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

৭. উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। এখন সময় গ্রামীণ এলাকার পিট ল্যাট্রিনগুলোকে আরও নিরাপদ ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে এসে সকলের জন্য নিরাপদভাবে ব্যবস্থাকৃত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা। স্থানীয় সরকার বিভাগকে এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হতে হবে গ্রামীন এলাকাসহ মেট্রোপলিটান সেন্টার এবং সেকেন্ডারি শহরের জন্য বিশেষায়িত ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে।

৮. সরকার শহরমুখী অতিরিক্ত অভিবাসন ঠেকাতে গ্রামাঞ্চলে নগর সুবিধা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছে। বিদ্যমান ওয়াশ চ্যালেঞ্জগুলোতে পর্যাপ্ত মনোযোগ ছাড়া এ ধরণের সুবিধার সম্প্রসারণ এলোমেলো এবং অপরিকল্পিত হয়ে যেতে পারে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাকি বছরগুলোর মধ্যে নগরায়িত গ্রামগুলোর জন্য যথাযথ ওয়াশ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে জরুরি পরিকল্পনার প্রয়োজন।